উপক্রমণিকা

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডার সমৃদ্ধ জলপাইগুড়ি জেলা নিয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোচনার পথ দেখিয়েছেন পূর্বসূরীগণ। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুনীতিকুমার চ্যাটার্জী, চারুচন্দ্র সান্যাল প্রমুখ। তবে জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক গবেষণা এ পর্যন্ত নেই বললেই চলে। তাই উক্ত বিষয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ করার জন্য উক্ত বিষয়টি গবেষণাকর্ম হিসেবে নির্বাচন করেছি।

আমার গবেষণা প্রকল্পের মূলত তিনটি দিক — প্রথমত, জলপাইগুড়ি জেলার লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলির সংগ্রহ, দ্বিতীয়ত সমীক্ষা এবং তৃতীয়ত বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ। এই তিনটি দিক সামনে রেখে ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক বিশ্লেষণ আমার লক্ষ্য।

জেলার বিভিন্ন এলাকা (ব্লক) থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণের জন্য কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি। প্রতিটি অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় নিম্নরূপ ঃ

প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় 'জলপাইগুড়ি জেলার সংস্কৃতিগত পরিচয়'। জেলার লোকায়ত সংস্কৃতিকে রাজবংশী সংস্কৃতি বলা যেতে পারে। কেননা জলপাইগুড়ি জেলার সিংহভাগ অধিবাসীই রাজবংশী সমাজের অন্তর্গত। এই জেলার একমাত্র শহুরে এলাকা ব্যতীত অন্য সর্বত্রই রাজবংশী সংস্কৃতি এমন প্রভাব বিস্তার করেছে যে অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের আলাদা করে সনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন — হাড়ি, শুড়ি, জেলে, নাপিত, কৈবর্ত, খেন ইত্যাদি সম্প্রদায়ও রাজবংশী সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে এক হয়ে গেছে। এমন কি দেশি মুসলিম সমাজও এর থেকে বাদ পড়েনি। এই সম্প্রদায়গুলিকে বৃহত্তর রাজবংশী সম্প্রদায় বলা যেতে পারে। সুতরাং জলপাইগুড়ি জেলার সংস্কৃতিকে বৃহত্তর রাজবংশী সংস্কৃতি বলা যেতে পারে। এই অধ্যায়ে রাজবংশী সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে জেলা থেকে সংগৃহীত মৌখিক উপাদানগুলি। লোকসংস্কৃতির যে বিভিন্ন মৌখিক উপাদানগুলি সমগ্র জেলা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সেগুলি ক্ষেত্রসমীক্ষার মধ্য দিয়ে সংগ্রহ করে যথাসাধ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। মৌখিক উপাদানগুলির প্রকৃতি বিচার করে এগুলিকে চারটি বিভাগে বিভক্ত করে প্রতিটি বিভাগের যথাসাধ্য বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বিভাগগুলি নিম্নরূপ ঃ

ক. লোকসংগীত

খ. লোককথা

গ. লোকপুরাণ বা মিথ

ঘ. ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা (ছিলকা) ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে জেলার লৌকিক দেব-দেবী, বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, ব্রত ও ব্রতকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান, মন্দির, থান-পাট, ধাম ইত্যাদি। ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন দেব-দেবী, মন্দির, থান, ধাম ইত্যাদির শ্রেণিবিভাজন দেখানো হয়েছে, এবং এগুলির বিশ্লেষণ ও লোকসংস্কৃতিতে তাদের প্রভাব এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের বিন্যাস নিম্নরূপ ঃ

ক. হিন্দু - সংস্কৃতিপুষ্ট লৌকিক দেব-দেবী

খ. হিন্দু-মুসলিম উভয় সংস্কৃতিপুষ্ট লৌকিক দেব-দেবী

গ. দেব-দেউল, থান-পাট, ধাম

ঘ. ব্রত ও ব্রতভিত্তিক আনুষ্ঠানিক লোকাচার

চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে। এই অধ্যায়ের বিন্যাস নিম্নরূপ। যথা —

ক. লোকবিশ্বাস

খ. লোকসংস্কার

গ. লোকাচার

ঘ. লোকখাদ্য

ঙ. মেলা ও উৎসব

চ. লৌকিক যানবাহন

এখানে লোকজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত লোকসাংস্কৃতিক উপাদানগুলি যথা — লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকাচার, লোকখাদ্য, মেলা ও উৎসব এবং লৌকিক যানবাহন ইত্যাদির যথাসম্ভব ব্যাখ্যা উদাহরণসহ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। জেলার লোকজীবনের উপর এই সমস্ত উপাদানের ভূমিকা কী তা-ও এখানে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে লোকসংস্কৃতির প্রয়োগগত দিক নিয়ে। যে সমস্ত লোকসাংস্কৃতিক উপাদানের প্রয়োগগত দিক রয়েছে সেগুলি এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায়ের বিন্যাস নিম্নরূপ —

ক. লোকনৃত্য

খ. লোকনাট্য

গ. লোকবাদ্য

ঘ. লোকক্রীড়া

ঙ. লোকশিল্প

চ. লোকচিকিৎসা ও মন্ত্র

উপরিউক্ত উপাদানগুলির যথাসম্ভব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। বিশেষত আর্টগত দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। লোকসংস্কৃতির প্রয়োগগত দিকটি জেলার লোকসমাজকে কীভাবে সুস্থ সংস্কৃতি গঠনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে সংগৃহীত মৌখিক উপাদানগুলির ভাষা নিয়ে। এই ভাষা বলতে বোঝানো হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশী কথ্যভাষার লৌকিকরূপকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কোন ভাষাতাত্ত্বিক জটিলতার মধ্যে না গিয়ে সাধারণভাবে সংগৃহীত মৌখিক উপাদানগুলির কথ্যভাষা বলয়ের লৌকিকরূপের ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্য-গঠনরীতি, সম্বোধন-রীতি, গালিগালাজ, শব্দভাণ্ডার ইত্যাদির প্রচলিত বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরা হয়েছে এবং এইগুলির প্রয়োগের নমুনা যথাসম্ভব দেওয়া হয়েছে যা আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত মৌখিক উপাদানগুলির মধ্যে পেয়েছি।

উপসংহারে ক্ষেত্রসমীক্ষা ও তথ্যলব্ধ জ্ঞানের সারাৎসার অর্থাৎ সামগ্রিক মূল্যায়ণ তুলে ধরা হয়েছে।

পরিশিষ্ট -ক অংশে সংগৃহীত মৌখিক উপাদানগুলি সংযোজিত হয়েছে এবং বিভিন্ন লোকদেবতা, লোকশিল্প, থান-পাট, ধাম, লোকনৃত্য ইত্যাদির ছবি (আলোক চিত্র) পরিশিষ্ট - খ অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে।

ক্ষেত্রসমীক্ষায় যাঁরা সহযোগিতা করেছেন এবং যাঁদের স্নেহধন্য আতিথ্য আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করেছেন সেই সকল ক্ষেত্রবন্ধুদের ও তথ্যদাতাদের নাম, ঠিকানা ও সাক্ষাৎকারের তারিখ-সহ একটি তালিকা সংযোজিত হয়েছে তথ্যদাতা এবং ক্ষেত্রবন্ধুদের পরিচয় তালিকা অংশে।

গবেষণা প্রকল্পটি সম্পন্ন করতে যে সমস্ত গ্রন্থ, গবেষণা নিবন্ধ এবং পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি তার একটি তালিকা (সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ও পত্র-পত্রিকা) সর্বশেষে সংযোজিত হয়েছে।

গবেষণা নিবন্ধের বানান ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলা আকাদেমির বানান অনুসরণ করে গবেষণা সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মৌখিক উপাদানগুলি প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে এমন কিছু উপাদান আছে যেমন পালাটিয়া গান, বিষহরী গান, মন্ত্র ইত্যাদি লিখিত হলেও অমুদ্রিত অবস্থায় ওঝা, গীদাল বা ওস্তাদদের নিকট রয়েছে এগুলিকে মৌখিক সাহিত্যের অন্তর্গত ধরা হয়েছে। যেহেতু এগুলি মুদ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায় না। মৌখিক উপাদানগুলির ভাষা প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে জলপাইগুড়ি জেলার তিস্তা নদীর পূর্ব প্রান্ত (ডুয়ার্স অঞ্চল) এবং তিস্তা নদীর পশ্চিম প্রান্তের (তরাই অঞ্চল) ভাষার ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ফলে সংগৃহীত উপাদানগুলিতেও ভাষার ভিন্নতা পরিলক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক। সংগহীত উপাদানগুলির বানানের ক্ষেত্রে জেলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন জলপাইগুড়ি জেলার কথ্যভাষায় (কথ্যভাষা বলয়ের লৌকিক রূপ) যেহেতু আনুনাসিক ধ্বনির ব্যবহার নেই, তাই সংগৃহীত উপাদানগুলিতেও চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার আমরা পাই না। যেমন 'বাঁশ' উচ্চারণটি জলপাইগুড়ি জেলায় মৌখিক সাহিত্যে 'বাশ' হয়েছে। 'এ্যা' -এর উচ্চারণ বোঝানোর জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে 'ৈ' ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন — 'দেও > দৈও', নেও > নৈও ইত্যাদি। ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে সংগৃহীত মৌখিক উপাদানগুলির ভাষা ও তথ্য যথাসম্ভব অবিকৃত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, কোনরূপ পরিবর্তন বা পরিমার্জনের চেষ্টা করা হয়নি। যেমন, বিষহরী গানের পালাটি (পরিশিষ্ট - ক অংশে সংযোজিত হয়েছে) সংগ্রহ করেছি গীদাল লালচন দাস (বয়স - ৮০) মহাশয়ের নিকট থেকে। সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন তাঁর খাতাটি অনেক প্রাচীন ফলে খাতার কোন লেখা বিশেষ করে বানান সংশোধনের চেষ্টা করিনি। কতক অংশে অস্পষ্টতার জন্য সেই স্থানটি বোঝার জন্য তাঁর পরামর্শ নিয়েছি। কোন খণ্ডিত অংশ পূরণ করার চেষ্টা করিনি। মোটের উপর অপরিবর্তিতই রাখা হয়েছে। অনুরূপভাবে সমস্ত মৌখিক সাহিত্যের উপাদানগুলিকে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

ক্ষেত্রসমীক্ষা প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বলা প্রয়োজন যে ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রয়োজনে আমি টেপরেকর্ডার, ক্যামেরা ইত্যাদি ব্যবহার করেছি। লোকসংগীত, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, লোককথা ইত্যাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে দাতার কণ্ঠস্বরেই এইগুলি রেকর্ড করেছি, সেগুলি ভবিষ্যতের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে আমার নিকট রইল। অনুরূপভাবে লোকনাট্য, লোকনৃত্য ও পূজা-পার্বণের ক্ষেত্রে ছবি সংগ্রহ করে রেখেছি। তা সত্ত্বেও এই কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে জলপাইগুড়ি জেলার লোকসংস্কৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার সংগ্রহ করতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়তো কিছু নমুনা বাদ থেকে গেছে।